SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

শাব্দাপরোক্ষবাদ

শিল্পী লায়েক, গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়
তত্ত্বাবধায়ক - ডঃ বিপদভঞ্জন পাল

অনর্থনিবৃত্তি এবং আনন্দপ্রাপ্তি জীবের মুখ্য প্রয়োজন, আর এই প্রয়োজন জ্ঞানৈকসাধ্য। 'জ্ঞানাৎ মুক্তি' – এটিই সকল অদ্বৈতাচার্যের অভিন্ন সিদ্ধান্ত। সেই জ্ঞান, জীব-ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান। যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি',[1] 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ'[2] – ইত্যাদি শ্রুতি একমাত্র জ্ঞানকেই অজ্ঞাননিবৃত্তির উপায় বলেছে। জীবের সকল দুঃখের কারণ সংসার একটি ভ্রম এবং তার মূলে আছে অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব। কারণ লোকে যে রজ্জুতে সর্পের বা শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয় তা অধিষ্ঠান রজ্জু-শুক্তিকাদির সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান দ্বারাই এর নিবৃত্তি হতে দেখা যায়। অজ্ঞাননিবৃত্তিতে কর্মের কোন উপযোগ নেই, এটি কর্মকে করে না এবং কর্মের বিলম্বপ্রযুক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে বিলম্বও হয় না। সুতরাং মোক্ষ শ্রুতিমতে একমাত্র জ্ঞানসাধ্য।

কেউ কেউ বলেন যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা বন্ধন অজ্ঞানজন্য, আর অজ্ঞানের সঙ্গে কর্মের বিরোধ নেই। পক্ষী দুই পাখার সাহায্যে ওড়ে; দুই হাত দিয়ে করতালি দেওয়া হয়; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম এই দুইয়ের দ্বারা মোক্ষ হয় না; যেহেতু জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। দ্রব্য-দেবতা, পূজ্য-পূজক প্রভৃতি ভেদ থাকলে কর্ম হয়, ভেদ না থাকলে কর্ম

[1] শ্বেতা.উ - ৩/৮।
[2] মু.উ - ৩/২/৬।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

হয় না। ভেদ তত্ত্বজ্ঞানবিরোধী। অখণ্ডাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে ভেদ নিবৃত্ত হলে কর্মেরও নিবৃত্তি হয়। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হতে পারে না। জ্ঞান ও কর্মের ফলভেদবশতঃও তাদের সাহিত্য স্বীকার করা যায় না। কর্মের ফল - উৎপত্তি, আপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি। জ্ঞানের ফল – সিদ্ধ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি এবং অবিদ্যানিবৃত্তি। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফল মোক্ষ হতে পারে না, একথা সমন্বয়সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তাছাড়া বহু শ্রুতি-স্মৃতিও কর্মের দ্বারা মোক্ষের নিষেধ করেছে। যেমন 'ন কর্মণা ন প্রজয়া...',[3] নান্যঃ পন্থাঃ...',[4] 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি...',[5] 'তদ্যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে...'[6] – ইত্যাদি। যে সকল শ্রুতি-স্মৃতিতে সমুষ্চিত জ্ঞান কর্মের মোক্ষসাধনত্ব কথিত হয়েছে বলে প্রতীত হয়, সেগুলি বস্তুতঃ মোক্ষপ্রতিপাদক নয়; কিন্তু যুক্তিযুক্ত বহুতর শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধে তাদের তাৎপর্য অন্যত্র অর্থাৎ মোক্ষে গৃহীত না হয়ে মোক্ষোপকারকত্বে গ্রহণীয়। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকার বলেছেন, কর্ম হতে ধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম দ্বারা পাপের নিবৃত্তি, তা থেকে সংসারের অসারতা ও দুঃখরূপত্বের বোধ, তা থেকে সংসারে বৈরাগ্য, তা থেকে সংসারজিহাসা, তা থেকে সংসার ত্যাগের উপায়-অন্বেষণ, তারপর শ্রবণাদিকে জ্ঞানসাধনরূপে জেনে তার অনুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ হয়। ফলতঃ কর্মপরম্পরায় ব্যবধানে মোক্ষের কারণ হলেও সাক্ষাৎ কারণ বা সাধন নয়। আচার্য সুরেশ্বর বলেছেন জ্ঞান ও কর্মের হেতু (জ্ঞানের হেতু প্রমাণ, কর্মের হেতু অবিদ্যা, রাগাদি

[3] কৈ. উ. - ১/৩।
[4] শ্বে. উ - ৩/৮।
[5] মু. উ - ২/২/৮।
[6] ছা.উ - ৮/১/৬।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

), স্বরূপ (জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশাত্মক, কর্মের স্বরূপ অপ্রকাশাত্মক), ও কার্য (জ্ঞানের কার্য অজ্ঞাননাশ, কর্মের কার্য উৎপত্ত্যাদি) আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী হওয়ায় জ্ঞান ও কর্মের একত্র সমাবেশ বা সাঙ্গত্য অসম্ভব'।[7] ফলতঃ জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন – 'মোক্ষ জ্ঞানৈকলভ্য'।

কিন্তু মোক্ষসাধন সেই জ্ঞানটি কি? – কি তার স্বরূপ? উত্তরে বেদান্তপরিভাষাকার বলেছেন – 'তচ্চ জ্ঞানং ব্রহ্মাত্মৈক্যগোচরম্'[8] অর্থাৎ যে বিষয়টির জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয়, সেটি হচ্ছে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান – জীব ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান। যেহেতু 'অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি',[9] 'তদাত্মানমেবাবেদাহং ব্রহ্মাস্মি'[10] – 'হে জনক, তুমি নিশ্চয়ই সেই অভয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েছ, আমি ব্রহ্ম – এই প্রকারেই সেই আত্মাকে জেনেছ' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'তত্ত্বমসাদিবাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্' – 'তত্ত্বমসি বাক্যজন্য জ্ঞান মোক্ষের সাধন' ইত্যাদি। নারদস্মৃতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলেছে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমানবিষয়তা ও সমানশ্রয়তার নিয়ম আছে। যার যে বিষয়ের অজ্ঞান আছে, তার সেই বিষয়ের জ্ঞান হলেই সেই বিষয়ে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তা লোকে দেখা যায়। জীবের যখন জীব ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানের অভাব আছে – আমি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন এইরূপ ভ্রম আছে, তখন ঐ ভ্রম ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হবে। অজ্ঞান কেবল জ্ঞাননিবর্ত্য, তার অন্য নিবর্তক নেই। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যিবিষয়ক জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। পরন্তু মোক্ষের সাধন এই

[7] নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি, ১/৬৬।
[8] বেদান্তপরিভাষা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য অনূদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা-৩২৫।
[9] বৃ. উ - ৪/২/৪।
[10] বৃ. উ ১/৪/১০।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

জ্ঞানটি প্রত্যক্ষরূপ। কারণ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ ভ্রম প্রত্যক্ষরূপ। যদি ঐক্যবিষয়ক জ্ঞানটি পরোক্ষ হয়, তাহলে তা প্রত্যক্ষ জগদ্ভ্রমের বা প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের নিবর্তক হতে পারবে না। যার দিক্-ভ্রম হয়েছে, আপ্তোপদেশের দ্বারা তার দিক্-তত্ত্বের (পরোক্ষ) জ্ঞান হলেও দিগভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। সেরূপ শাস্ত্রপাঠ, উপদেশাদি দ্বারা জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হলেও তা অজ্ঞানের নিবর্তক হয় না। চাই ব্রহ্মাত্মার ঐক্যবিষয়ক প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান। সেই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান কিরূপে জন্মে সে বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণ একমত নন। বিবরণ-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মতে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সংস্কৃত মন থেকে ঐ ঐকাত্ম্যবিষয়ক জ্ঞান হয়।

এই মতভেদের কারণ এই যে, বিবরণকার মতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব-পরোক্ষত্ব ইন্দ্রিয়-নিবন্ধন নয়, কিন্তু প্রমেয়-নিবন্ধন অর্থাৎ বিষয়নিবন্ধন। অর্থাৎ বিষয়টি যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে যে করণ হতেই তার জ্ঞান উৎপন্ন হোক না কেন, জ্ঞানটি প্রত্যক্ষই হবে। প্রকৃতে ব্রহ্ম অপরোক্ষ, তার সঙ্গে প্রমাতা জীবের অভিন্নত্ব শব্দজন্য হলেও তা অপরোক্ষই হবে। ফলতঃ প্রত্যক্ষবিষয়বিধায়ক শাস্ত্রজন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয় বলেই তত্ত্বমসি বাক্যজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষই হয় এবং তা প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের নিবর্তক হয়। মোটকথা বিবরণ মতে অপরোক্ষবিষয়ক বাক্যজন্য জ্ঞানও অপরোক্ষ। প্রত্যক্ষ শব্দে অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক থাকায় বিবরণপন্থীরা প্রত্যক্ষ শব্দের পরিবর্তে অপরোক্ষ, সাক্ষাৎকার শব্দগুলিরই সাধারণতঃ প্রয়োগ করে থাকেন। যাহোক, শ্রীমৎবাচস্পতি মতে মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত সবই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। শ্রুতিই সেকথা বলেছে – 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' ' মনন-নিদিধ্যাসনের পশ্চাৎ সংস্কৃত মনের দ্বারা

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

ব্রহ্মকে জানবে।[11] এবকারের দ্বারা অন্য বৈদ্যত্ব নিষিদ্ধ হয়েছে। সত্য যে ব্রহ্মের মনোঽগম্যত্ববোধক অর্থাৎ ব্রহ্ম মনের অবিষয়, এতদ্বোধক শ্রুতিও আছে। যেমন 'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' – 'যা থেকে মনসহিত বাণী নিবৃত্ত হয়'[12]; 'যন্মনসা ন মনুতে'[13] 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাকগচ্ছতি নো মনঃ'[14], ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল শ্রুতি সর্বথা ব্রহ্মের মনোবৈদ্যত্বের নিষেধ করে না; কিন্তু ব্রহ্ম যে অসংস্কৃত (অশুদ্ধ) মনের বিষয় নন্, সেকথাই বলা হয়েছে; সংস্কৃত মনের দ্বারা ব্রহ্ম কিন্তু বিদিতই হন। মোটকথা মনোবৈদ্যত্ব শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ, করণান্তরকল্পনা ও শব্দবৈদ্যত্বের নিষেধবশতঃ মনের অগম্যত্ববোধক শ্রুতিকে অন্যর্থক অর্থাৎ অসংস্কৃত মনের অগম্যত্ব-পক্ষে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাহলে অপ্রসিদ্ধ শব্দের করণত্ব-কল্পনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ হবে। শব্দের প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণত্ব আর কোথাও স্বীকৃত নয়।

কিন্তু ব্রহ্মকে মনোবেদ্য বললে তো 'ব্রহ্ম উপনিষন্মাত্রগম্য' ('তন্ত্ব ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি')।[15] এই শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়? না, এই আশঙ্কা অনুচিত, যেহেতু আমাদের (ভামতী সম্প্রদায়ের) মতে প্রথমতঃ বেদ হতে ব্রহ্মের অস্তিত্বের জ্ঞান হওয়ার পর মুমুক্ষু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মের ঔপনিষদত্বের অনুপপত্তি হয় না।

কিন্তু বিবরণ সম্প্রদায়ের আচার্যগণ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য থেকেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রকার অপরোক্ষ ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তি

[11] বৃ. উ - ৪/৪/১৯।
[12] তৈ. উ - ২/৪/১।
[13] কেন. উ – ৬।
[14] কেন. উ – ৩।
[15] বৃ. উ - ৩/৯/১৬।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

এবং ঐ জ্ঞান থেকে মোক্ষের অভিব্যক্তি স্বীকার করেন। প্রশ্ন হয় যে, পরোক্ষজ্ঞানজনকতাই তো শব্দের স্বভাব, কাজেই তত্ত্বমস্যাদি বাক্য কিরূপে অপরোক্ষধী উৎপন্ন করবে? শব্দ যদি অপরোক্ষ প্রমার জনক হয় তাহলে তো তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ মধ্যে অন্তর্ভাব হবে, তাতে তার শব্দরূপ প্রমাণত্বই ব্যাহত হবে? তাছাড়া ধর্মাধর্মের প্রতিপাদক বাক্যে অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ ধর্মাধর্মের প্রতিপাদক বাক্যে কেউই অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা মানে না। তৎসাহচর্যবশতঃ বেদান্তবাক্যেও অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু 'দশমস্ত্বমসি' – তুমিই দশম ব্যক্তি – এই বাক্য থেকে তো দশম ব্যক্তির নিজেকে নবাতিরিক্ত দশমব্যক্তি বলে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য থেকেও 'আমি ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারবে। অর্থাৎ 'দশমস্ত্বমসি' বাক্যের ন্যায় তত্ত্বমসি বাক্যেও অপরোক্ষধীর জনক হবে, এতে কোন বোধক নেই। – না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়, যেহেতু 'দশমস্ত্বমসি' এই দৃষ্টান্তে কেবল শব্দ থেকে দশমত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় না, সেখানে দশম ব্যক্তির নিজের দশমত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কেবল উপদেশ থেকে নয়। যদি বলা হয় যে, ইন্দ্রিয়ের সাথে শরীরের সম্বন্ধ তো ঐ ভ্রান্ত দশম ব্যক্তির পূর্ব থেকেই আছে; কিন্তু পূর্বে তো তার স্বরূপদর্শনরূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় নি, পরন্তু পশ্চাদ্ভাবী শব্দজন্য জ্ঞান থেকেই তার স্বরূপ নিশ্চয় হওয়ায় একথা স্বীকার করতে হয় যে, দশমত্বের জ্ঞান প্রকৃতে শব্দজন্য।[16] কিন্তু

[16] '১০ জন ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে গেছিল, ফেরার সময় একজন বলল, – আমরা দশজনই আছি কিনা গণনা করে দেখা যাক। সে গুণতে লাগল, কিন্তু গণনার সময় নিজেকে বাদ দিল। সুতরাং গণনায় ন'জন হল। অন্যরাও সেই ভুল করল, এবং তাদের নিশ্চয় হল যে, তাদের একজন ডুবে মারা গেছে। তখন তারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শোক করতে লাগল। অতঃপর আগন্তুক এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদেরকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা তাকে সব

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

শব্দপ্রত্যক্ষবাদীর এই বক্তব্যও প্রকৃতার্থোপযোগী নয়, যেহেতু এরূপ শব্দের প্রত্যক্ষজনকতা স্বীকার করলে রত্নতত্ত্বজ্ঞানকেও শাব্দজ্ঞান মানতে হয়। দেখা যায় যে, রত্নের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকলেও যিনি রত্নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নি সেই ব্যক্তি পুষ্পরাগাদি রত্নের ভেদ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রথমে অবগত হতে পারেন না; কিন্তু রত্নপরীক্ষাশাস্ত্র যার অধিগত তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারাই রত্নের স্বরূপাদি অবহিত হয়ে থাকেন। ফলতঃ একথা বলা যায় না যে, শাস্ত্রই রত্নপ্রমার জনক; পরন্তু মানতে হয় যে, চক্ষুঃই বা ইন্দ্রিয়ই রত্নপ্রত্যক্ষপ্রমার জনক, শব্দ (অধ্যয়ন) তার সহায়ক। 'দশমস্তমসি'-র ক্ষেত্রেও ঐরূপ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষপ্রমার জনক এবং শাব্দকে তৎসহকারী মানা সঙ্গত? – না, বিপরীতই বা হবে না কেন? অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সহকারী এবং শব্দই বা করণ হবে না কেন? – 'ননু তত্র ইন্দ্রিয়স্যৈব করণত্বং শব্দস্য তু সহকারিতামাত্রমিতি চেৎ, ন, শব্দ এব করণম্ ইন্দ্রিয়ং সহকারীতিবৈপরীত্যমেব কতো ন

ঘটোনা খুলে বলল। তখন ঐ আগন্তুক নিজে গণনা করে দেখলেন, তারা দশজনই আছে এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা ভ্রমে পড়েছে। তখন তাদের ভ্রম নিবৃত্তির জন্য আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, 'দশম ব্যক্তি আছে, মরে নি'। সেকথা শুনে ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অনেকটা আশ্বস্ত হল। বলা যায়, দশম পুরুষ সম্বন্ধে তাদের পরোক্ষজ্ঞান হল; কিন্তু তখনো দশম ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে না পারায় দৃঢ় প্রত্যয় হতে পারল না। তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি তাদের একজনকে গণনা করতে বললেন। সেই ব্যক্তি নয় পর্যন্ত গণনা করে যেই থেমেছে অমনি তার হৃদয়দেশে আঙ্গুল ঘুরিয়ে বললেন, 'তুমিই তো দশম'। অমনি তার ও অন্য সকলের ভুলের অবসান হল। এই হল, দশম পুরুষ সম্বন্ধে তাদের অপরোক্ষ জ্ঞান। তখন তাদের দুঃখের নিবৃত্তি হল এবং তারা আনন্দিত হল। কিন্তু অজ্ঞানবলে শিরে করাঘাতপূর্বক রোদন করায় তাদের যে ব্যাথা উৎপন্ন হয়েছিল, তা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হল না, তা ঔষধাদি সেবন দ্বারা ক্রমশ নিবৃত্ত হল' – অমুল্যপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'সরল পঞ্চদশী' অনুসারে লিখিত হল।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

স্যাৎ'।[17] যেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ত্র সমান। অর্থাৎ শব্দ ও ইন্দ্রিয় কোনটির অভাবেই প্রকৃতে অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে না। তথাপি যদি শব্দকে করণ এবং ইন্দ্রিয়কে তৎসহকারী বলে অদ্বৈতী স্বীকার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিগমনা কি, তা তাকে বলতে হবে, অন্যথায় তার শাব্দাপরোক্ষবাদ উপপন্ন হবে না। উত্তরে অদ্বৈতী বলেন যে প্রকৃতে শব্দই যে করণ, ইন্দ্রিয় সহকারী; তাতে হেতু হচ্ছে যে, গাঢ় অন্ধকারেও চক্ষুষ্মান্ অথবা নেত্রহীন ব্যক্তিরও 'তুমিই দশম' এই বাক্য থেকে দশমত্বের অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। সুতরাং উপপন্ন হয় যে, শব্দই করণ, ইন্দ্রিয় সহকারীমাত্র। এখন যদি বলা হয় যে, যদিও উক্ত রীতিতে শাব্দ থেকে দশমের জ্ঞান হয়, তথাপি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে শাব্দ করণ হয় না, মনই করণ হয়, কেননা 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্',[18] 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'[19] – 'মনের দ্বারাই দর্শন করবে, মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হবে' – এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের মনোগম্যত্বই বোধিত করেছে। আর ব্রহ্মের মনোঽগম্যত্ববোধক 'যন্মন্সা ন মনুতে',[20] 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'[21] ইত্যাদি শ্রুতি আছে তা যে অসংস্কৃত মনকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে, তা পূর্বেই কথিত হয়েছে।

কিন্তু মনঃকরণত্ববাদীর এই উক্তি যুক্তিসহ নয়। প্রকৃতে 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ'[22] ইত্যাদি শ্রুতি, কোথাও মনের করণত্বের অযোগ, শব্দত্বহেতু থেকে অপরোক্ষ সাধনত্বাভাব অনুমিতির বাধ

[17] তত্ত্বদীপিকা, পৃ – ৮৩৩।
[18] বৃ. উ - ৪/৪/১৯।
[19] কঠ. উ ২/১/১১।
[20] কে. উ ১/৫।
[21] তৈ. উ – ২/৯/১।
[22] ছা. উ – ৬/১৬/৩।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

এবং ব্যভিচারবশতঃ অনুমিতির অনুত্থান থেকে শব্দের প্রত্যক্ষ প্রমার প্রতি করণত্ব সিদ্ধ হয়। চিৎসুখাচার্য বলেছেন –

"তদ্ধেত্যাদিশ্রুতেঃ ক্বাপি মনসস্তদযোগতঃ।
শব্দত্বানুমিতেবাধাদ্ ব্যভিচারাদনুত্থিতেঃ"।।[23]

'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ'[24], 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা'[25] ইত্যাদি শ্রুতি শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকতায় অর্থাৎ করণস্বরূপতায় প্রমাণ। কেননা প্রথম শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, 'শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের উপদেশে আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন'; আর দ্বিতীয় শ্রুতিতে বলা হয়েছে, 'বেদান্তবাক্যজন্য বিজ্ঞানরূপ সুনিশ্চয় (অপরোক্ষসাক্ষাৎকার) দ্বারা যারা অখণ্ডার্থকে আলোকিত করে নিয়েছেন, সেই যতিগণ মুক্ত হয়ে থাকেন'। এই শ্রুতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, শব্দও অপরোক্ষজ্ঞানজনক হয়।

পূর্ববাক্যস্থ 'বিজজ্ঞৌ' পদকে 'পরোক্ষণ জ্ঞাতবান' অর্থে গ্রহণ করা যায় না, কেননা 'তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ'[26] এই উপসংহার বাক্যে মূলাজ্ঞানের নাশক পরাবর-দর্শন উক্ত হয়েছে, যা অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। সেকারণে 'তদ্ধাস্য বিজাজ্ঞৌ'[27] বাক্যের 'অপরোক্ষেণ জ্ঞাতবান্' এই অর্থই সর্বথা সঙ্গত।

এতে মনঃকরণত্ববাদী আক্ষেপ করেন যে, 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্'[28] – এই শ্রুতির ভিত্তিতে মনকেই আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের সাধনরূপে স্বীকার করা হোক; কারণ উক্ত শ্রুতির উপক্রমে আচার্য শঙ্কর

[23] তত্ত্ব প্র., পৃ – ৮৩৪।
[24] ছা. উ – ৬/১৬/৩।
[25] মু. উ - ৩/২/৬।
[26] ছা. উ – ৭/২৬/২।
[27] ছা. উ – ৬/১৬/৩।
[28] বৃ. উ - ৪/৪/১৯।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

স্বভাষ্যে বলেছেন, – 'ব্রহ্মদর্শনে সাধনমুচ্যতে মনসৈব পরমার্থজ্ঞান সংস্কৃতেন আচার্যোপদেশপূর্বকং চানুদ্রষ্টব্যম্'।[29] সুতরাং শঙ্করমতে সংস্কৃত মনই ব্রহ্মদর্শনের সাধন বা করণ।

সমাধানে সিদ্ধান্তী বলেন যে, মনকে জ্ঞানমাত্রের সাধারণকারণরূপেই আমরা মানি, অসাধারণ কারণরূপে তাকে মানার কোন আবশ্যকতা নেই। সুখ-দুঃখাদির সাক্ষাৎকারের প্রতি তো মন অসাধারণ কারণই হয়? – না, যেহেতু স্বপ্রকাশ এবং সুখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম হওয়ায় তাদের সাক্ষিভাস্যত্ব আমরা স্বীকার করি। অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য জীবসাক্ষী। সুখাদ্যাকার অন্ত;করণবৃত্তি উদিত হওয়া মাত্র সদা জাগরুক সাক্ষিচৈতন্য তাদের প্রকাশ করে থাকে।

পুনরায় আক্ষেপ হয় যে, শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানকরণতা আপনারা ছাড়া আর কোন বাদীই স্বীকার করে না। তথাপি আপনারা অর্থাৎ অদ্বৈতীরা যখন তা কল্পনা করেন তখন মনেরও অপরোক্ষজ্ঞানকরণতা স্বীকার করুন।

– না, যেহেতু তাতে গৌরব হয়। দেখুন, শব্দে শাব্দজ্ঞানরূপ অসাধারণ প্রমার করণত্ব সিদ্ধই আছে; কেবল অপরোক্ষজ্ঞানকরণত্ব কল্পনা করতে হয়। কিন্তু মনের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ কল্পনা করতে হয়; – ১. মনোজন্য জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব ২. মনের অপরোক্ষজ্ঞানকরণত্ব। তুলনায় লাঘব হয় বলে শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানকরণত্বপক্ষই গ্রাহ্য।

প্রশ্ন হয় যে, শব্দকে যদি পূর্বোক্ত যুক্তিতে অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক মানা হয়, তাহলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনরূপে শ্রুত মননাদির ব্যর্থতাপ্রসঙ্গ হয়, কেননা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের শ্রবণ থেকেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় ও তা থেকে মোক্ষলাভ সম্ভব।

[29] বৃ. উ. ভা।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

–হ্যাঁ, সত্য; যারা উত্তমাধিকারী তাদের বাক্যশ্রবণ থেকেই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। কিন্তু সর্বথা শুদ্ধচিত্ত সেইরূপ উত্তম অধিকারী নিতান্ত দুর্লভ; মুমুক্ষুগণের মধ্যেই মধ্যম ও অধম অধিকারীরই বাহুল্য। তাদের চিত্ত নির্দোষ না হওয়ায় তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণমাত্রই তাদের জীব–ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান বা অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় না; তাদেরই মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন হয়। মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা অসম্ভাবনার এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তি হয়। অসম্ভাবনা হচ্ছে সংশয়রূপ, তা দু'প্রকার, – প্রমাণগত অসম্ভাবনা এবং প্রমেয়গত অসম্ভাবনা। 'বেদান্তবাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করে, অথবা অন্য কিছুকে, এই প্রকার যে উপনিষদবাক্যরূপ প্রমাণবিষয়ক সংশয়, তা প্রমাণগত অসম্ভাবনা। শ্রবণের দ্বারা তা নিরাকৃত হয়। আর জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য অথবা অভেদ, ব্রহ্মবস্তু আছেন অথবা নেই; বুদ্ধিই আত্মা অথবা তদতিরিক্ত কিছু আছে, ইত্যাদি প্রকার যে প্রমেয় ব্রহ্মবিষয়ক সন্দেহ তা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা। তা মননের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বিপরীত ভাবনা হচ্ছে – দেহাদি পদার্থসকল সত্য, তাতে আত্মবুদ্ধি; জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য – এই প্রকার বিপরীত বুদ্ধি। নিদিধ্যাসনের দ্বারা এই বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তি হয়'।[i] যে সকল মুমুক্ষুর চিত্ত অপরিপক্ক তাদের তত্ত্বমস্যাদি বাক্যশ্রবণানন্তর ঐরূপ অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার উদয় হলে মনন–নিদিধ্যাসন দ্বারা তার নিবৃত্তি হলে পূর্বশ্রুত বাক্যের স্মৃতি হতে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় এবং তারা মুক্ত হয়ে যান। সুতরাং মনন–নিদিধ্যাসন ব্যর্থ নয়। এর দ্বারা বেদান্তবাক্য শ্রবণের পরও যে শ্রুত ব্যক্তির যথাপূর্ব সংসারনিবৃত্তি হওয়ায় বাক্যজন্য অপরোক্ষ জ্ঞানের মোক্ষকারণতা অসিদ্ধ হয়, এই আপত্তিও পরিহৃত হয়।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

কিন্তু জ্ঞানের অবিদ্যানিবর্তকত্বের অনুকূলে বহুতর শ্রুতি-স্মৃতি থাকায় এই মতের দৃঢ়তা ও গ্রাহ্যতা উপপন্ন হয়। তাদৃশ শ্রুতি যথা, - 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া'[30] – যে পরাবরকে দর্শন করলে অবিবেকরূপ কামাদি গ্রন্থি (বন্ধন) কেটে যায়, সর্বসংশয় নিরস্ত হয়, 'তমসঃ পারং দর্শয়তি'[31] – অবিদ্যার অন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে গুরু দর্শন করান, 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি'[32] – দেহপাতে সমস্ত অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়ে থাকে, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'[33] – আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে (মৃত্যুকে) অতিক্রম করেন, 'যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি'[34] - যিনি আমাদেরকে অবিদ্যার পরপার দর্শন করান, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'[35] – আমাকে যারা প্রাপ্ত হন (জানেন), তারা, আমাকে অতিক্রম করেন, 'তরত্যাবিদ্যাং বিততাং ..'[36] – প্রসারিত অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হন, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি জ্ঞানের অবিদ্যানিবৃত্তিপর জ্ঞানের অবিদ্যানিবর্তকত্ব স্বীকৃত হলে পারিশেষ্যন্যায়ে তৎদারণরূপে বেদান্তবাক্যকে লাভ করা যায়। অর্থাৎ বেদান্তবাক্যই অপরোক্ষ জ্ঞান-জননের মাধ্যমে সবিলাস অবিদ্যার নিবর্তক, তা সিদ্ধ হয়। শ্রুতিও সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। যেমন – 'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্',[37] 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি',[38] 'বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থা'[39] ইত্যাদি শ্রুতি। 'বেদকে

[30] মু. উ - ২/২/৮।
[31] ছা. উ - ৭/৬/২।
[32] শ্বে. উ - ১/১০।
[33] ছা. উ - ৭/১/৩।
[34] ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য পার্ট ৩, মতিলাল বেনারসীদাস।
[35] গীতা -৭/১৪।
[36] বি. পু – ৫/১৭/২৪।
[37] তৈ.ব্রা – ৩/১২/৯/৭।
[38] বৃ. উ - ৩/৯/২৬।
[39] মু. উ - ৩/২/৬।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

যে জানে না সে সেই বৃহৎ বিভু ব্রহ্মকে জানতে পারে না, বেদবিৎই তাকে জানেন, সেই উপনিষদ্বেদ্য ঔপনিষদ পুরুষ বিষয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি', 'বেদান্তজনিত বিজ্ঞান থেকে সুনিশ্চিত ব্রহ্মরূপ অর্থকে জেনে জীব মুক্ত হয়' – এই শ্রুতিতে বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের বিশেষণরূপে বিজ্ঞান শব্দের উল্লেখ দ্বারা বিষয়বিশেষের প্রতিপাদন করা হয়েছে। তা থেকে বেদান্তবাক্যে নিশ্চয়হেতুত্ব সিদ্ধ হয় এবং সেই নিশ্চয়ের বিশেষণরূপে সু-পদের প্রয়োগ হওয়ায় অপরোক্ষনিশ্চয়রূপ অর্থ পাওয়া যায়। তা থেকে এই অর্থ নিশ্চিত হয় যে, বেদান্তবাক্যই ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের করণ।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং নাপরোক্ষজ্ঞানজনিকং শব্দত্বাৎ, অয়ং ঘটঃ ইতি শব্দবৎ – ইত্যাকার শব্দত্ব হেতুর দ্বারা বেদান্তবাক্যের যে অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাভাবের অনুমান পূর্বপক্ষী করে থাকেন, তার প্রত্যাখ্যানে সিদ্ধান্তী বলেন যে, উক্ত অনুমান শ্রুতিবিরোধী হওয়ায় বাধিত। এবং 'দশমস্তমসি' ইত্যাদি স্থলে ঐ শব্দত্ব-হেতু অনৈকান্তিক-ব্যভিচারিত, কেননা ওই বাক্য হতে দশম ব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞান অনুভবসিদ্ধ। অতএব সেখানে হেতু শব্দত্ব আছে; কিন্তু সাধ্য জ্ঞানজনকত্বাভাব নেই। ফলতঃ প্রতিপক্ষীর অনুমান অসিদ্ধ।

উপসংহারে বলা যায়, তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যে অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা নিশ্চিত হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের লাভার্থ মননদ্যঙ্গক শ্রবণরূপ অঙ্গীতে অদ্বৈতিকর্তৃক নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়েছে। এবিষয়ে সুরেশ্বরাচার্যের স্পষ্ট উক্তি –

"তত্ত্বমস্যাদিবাকেভ্যঃ সর্বজ্ঞানপ্রসূতিতঃ।
সর্বজ্ঞানাপনুত্তেশ্চ জ্ঞেয়কার্যসমাপ্তিতঃ।।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

দর্শনস্যাবিধেয়ত্বাৎ তদুপায়ো বিধীয়তে।
বেদান্তশ্রবণং যত্নাদুপায়স্তক এব চ।।
শ্রবণং মননং তদ্বত্তথা শমদমাদি যৎ।
পুমান শক্নোতি তৎ কর্তুং তস্মাদ্দেতাদ্বিধীয়তে"।।[ii]

শ্রবণ থেকে সাধারণতঃ প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান উদিত হলেও মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা শমাদিযুক্ত ব্যক্তিতে জ্ঞান পরে অপরোক্ষাত্মক হয়।

সংক্ষেপশারীরককার বেদান্তবাক্যের মুক্তিফলদায়কত্বরূপমহিমার উল্লেখ করে বলেছেন –

"শক্নোতি সিদ্ধিমববোধয়িতুং চ বাক্যম্।
শক্নোতি কার্যরহিতং বদিতুং চ বাক্যম্।
শক্নোত্যখণ্ডমববোধয়িতুং চ বাক্যম্।
শক্নোতি মুক্তিফলমপয়িতুং চ বাক্যম্"।।[iii]

– 'বাক্য সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্মকে বুঝাতে সক্ষম, বাক্য কার্যরহিতকে অভিহিত করতে সক্ষম, বাক্য অখণ্ড ব্রহ্মকে অববোধ করতে সক্ষম এবং অখণ্ড ব্রহ্মবোধের ফল মুক্তি অর্পণ করতে সক্ষম'।

তথ্যসূচী

[i] দ্র. – বেদান্ত দর্শন – স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, পৃ – ৩/৭০৩।

[ii] বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, – ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধিতে উদ্ধৃত, পৃ – ১২৭৮।

[iii] সং. শা – ১/৫৬২।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর। *উপনিষদ*। কলকাতা ভবন কার্যালয়-গোবিন্দ :, ২০১৭ ।
- চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূলপদ। *সরল পঞ্চদশী*। কলকাতা ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রীঅমূলপদ স্মৃতি সংঘ :, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
- জগদানন্দ, স্বামী। *নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬।
- জগদানন্দ, স্বামী। *সংক্ষেপ (প্রথম অধ্যায়) শারীরকম্*-। কলকাতা উদ্বোধন কার্যালয় :, প্রথম প্রকাশ; ১৯৯৯, প্রথম পুনর্মুদ্রণ; ২০১৩।
- তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন। *পঞ্চদশী*। কলকাতা শ্রী নটুবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত :, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।
- দাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ। *উপনিষদ ভাবনা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)*.। কলকাতা : শ্রীমহানামব্রত কালচ্যারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
- পঞ্চতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল। *ছান্দোগ্যউপনিষদ্*- ।কলকাতা :বসুমতীমন্দির-সাহিত্য-, ১৯৩৬।
- বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ (প্রথম অধ্যায়)*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ;১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ,(১৪ সংস্করণ);২০২১।
- বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ (দ্বিতীয় অধ্যায়)*। কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৬৬।
- বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ (তৃতীয় অধ্যায়)*। কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৬৮।
- বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ (চতুর্থ অধ্যায়)*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ; ২০০৩, পুনর্মুদ্রণ; ২০২১।
- মুখোপাধ্যায়, শ্রী সতীশচন্দ্র। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*। কলকাতামন্দির-সাহিত্য-বসুমতী :।

সংকেতসূচী

- শ্বে. উ - শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
- মু. উ - মুণ্ডক উপনিষদ
- কৈ. উ - কৈবল্য উপনিষদ
- বৃ. উ - বৃহদারণ্যক উপনিষদ
- ছা. উ - ছান্দোগ্য উপনিষদ
- ম. উ - মহানারায়ণ উপনিষদ
- নৈ. সি - নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি
- কেন. উ - কেনোপনিষদ
- কঠ. উ - কঠোপনিষদ
- তত্ত্ব. প্র - তত্ত্বপ্রদীপিকা
- বি. পু - বিষ্ণুপুরাণ
- সং. শা - সংক্ষেপশারীরকম্